দৈনিক খবর

তারিখ 18 JAN 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

044

সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ নানা সমস্যায় জর্জরিত

।। খবর রিপোর্ট ।

নানা সমস্যায় জর্জরিত দেশের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে।

গত মে '৮৭ হতে ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ পর্যন্ত ৮ মাসে অর্থাৎ ২৪৫ দিনে কলেজে মোট ১৩৮ দিনই ক্লাস হয়নি। কলেজে বর্তমানে ১২টি অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। তাছাড়া লাইব্রেরীতে বইয়ের সংকট, শিক্ষকের স্বল্পতা, পরীক্ষাগারে রি-এজেন্ট-এ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা, হোস্টেলে সিট সংকট, অপরিকল্পিত সিট বন্টন নীতি প্রভৃতির কারণে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে শিক্ষা পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে।

পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় রি-এজেন্ট ও যন্ত্রপাতির অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সব ধরনের ব্যবহারিক পরীক্ষা করতে পারে না। লাইব্রেরীতে রয়েছে বইয়ের সংকট। তা সত্ত্বেও সুষ্ঠু বন্টন নীতির অভাবে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী অধিকসংখ্যক বই পাচ্ছে। অপরদিকে অনেকেই প্রয়োজনীয় বই প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লাসরুম ও শিক্ষকদের বসারও তেমন ব্যবস্থা নেই। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে কিন্তু বাড়েনি ক্লাসরুমের সংখ্যা।

সিট সমস্যা

কলেজে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাতশ'। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৭৫ জন। ছাত্রীর জন্য আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে ১১৮ সিটের একটি ছাত্রী নিবাস। ফলে ছাত্রী নিবাসের গেস্টরুম এবং কমনরুমও এখন ছাত্রীদের দখলে। অপরদিকে ডাইনিং হলের মেঝেও ছাত্রীদের আশ্রয় নিতে হয়েছে। আবাসিক সমস্যা হেতু ৬০ জন ছাত্রী হাসপাতালের দু'টি পেয়িং ওয়ার্ডে গত ২রা এপ্রিল '৮৭-তে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আশ্রয় নেয়। শেষ পর্যন্ত ছাত্রীরা সেখানেও থাকতে পারেনি। গত ১লা অক্টোবর অধ্যক্ষ কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার ভয় দেখিয়ে ছাত্রীদেরকে সেখান থেকে নামিয়ে দেন। কিন্তু তাদের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা তখন করা হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে ছাত্রীরা আশ্রয় নেয় তাদের শেষ আশ্রয় স্থল ডাইনিং হলে। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন খুব শীঘ্রই তাদের জন্য টিনশেড করে থাকার ব্যবস্থা করে নেবেন। কিন্তু এখনও সে ব্যবস্থা করা হয়নি। কলেজ বন্ধ থাকায় এসব ছাত্রীরা বাড়ী চলে গেছে। কলেজে যথারীতি ক্লাস আরম্ভ হলে পুনরায় তাদেরকে ডাইনিং হলেই থাকতে হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ছাত্রাবাসে সিট সংকটের মূল কারণে রয়েছে সুষ্ঠুভাবে সিট বন্টনের নীতিমালার অভাব।

যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে

ছাত্রদের জন্য ২০নং কোতোয়ালীতে অবস্থিত ছাত্রাবাসটি বেশ কিছুদিন আগে বসবাসের অনুপযুক্ত ঘোষণার পরও সেখানে ছাত্ররা থাকছে। যে কোন মুহূর্তে ছাত্ররা দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিভাগ সূত্রে বলা হয়েছে। এদিকে আবাসিক ছাত্ররা জানিয়েছে, অন্য কোথাও সিট না পেয়ে তারা এখনও সেখানে অবস্থান করছে। কর্তৃপক্ষ তাদেরকে স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় তেমন কোন পদক্ষেপ নেননি। আবাসিক ছাত্ররা আরো অভিযোগ করেছে, সম্প্রতি বহিরাগত কিছুসংখ্যক যুবক এসে এই ছাত্রাবাসে থাকার জন্য ছাত্রদের কাছে কয়েকটি সিট দাবী করেছে। বহিরাগতরা নিজেদেরকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র বলে পরিচয় দিয়েছে। সিট না দিলে অসুবিধা হবে বলেও হুমকি দিয়েছে বলে আবাসিক ছাত্ররা জানিয়েছে।

১২ জন অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকের পদে শূন্য

স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজে বর্তমানে ১২টি অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। তার মধ্যে ৫টি অধ্যাপকের পদ, ৪টি সহযোগী অধ্যাপকের পদ এবং ৩টি সহকারী অধ্যাপকের পদ।

৮ মাসে ১৩৮ দিন ক্লাস হয়নি

গত মে মাস হতে ডিসেম্বর ৩১ তারিখ পর্যন্ত ৮ মাসে ১৩৮ দিন কোন ক্লাস হয়নি। ছাত্র কল্যাণ পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিলুপ্ত একটি ছাত্র সংগঠনের দু'টি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে গত ৩রা মে,'৮৭ তারিখে অধ্যক্ষ একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ হয়ে ঘোষণা করেন। এবং ৬৪ দিন পর কলেজ খুলে দেন। বিভিন্ন সময়ে ছাত্র আন্দোলনের কারণে কলেজে ২৩ দিন ক্লাস হয়নি। তার মধ্যে প্রথম প্রফেশনাল এমবিবিএস পরীক্ষার্থী কিছুসংখ্যক ছাত্রকে বিভিন্ন কারণে এনাটমী বিভাগ হতে পরীক্ষা দেয়ার জন্য অনুমতি না দিলে ছাত্ররা উক্ত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকসহ তিনজন শিক্ষিকার পদত্যাগ দাবী করে। শিক্ষিকাদের পদত্যাগের দাবীতে কলেজে ছাত্র ঐক্য পরিষদ গঠিত হয় এবং যথারীতি কলেজ চত্বরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। এক পর্যায়ে ছাত্ররা এনাটমী বিভাগের কিছু ক্ষতিসাধন করে। সেইদিন থেকে উক্ত বিভাগের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা কয়েকদিন কলেজে আসেননি।